গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
গাজীপুর জেলা কার্যালয়
ধানসিড়ি টাওয়ার
বাড়ী-৪৮/১৪(৩য় তলা), ব্লক-এ, সার্ডি রোড
চান্দনা, জয়দেবপুর, গাজীপুর
www.doe.gov.bd

## পরিবেশগত ছাড়পত্র

ছাড়পত্র নং: ২৩-১১২৭১৪

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে সংযুক্ত শর্তে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হলো :

| | | |
|---|---|---|
| প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম | : | Authentic Furniture Factory |
| উদ্যোক্তার নাম | : | Muhammad Ishaque |
| সনাক্তকরণ নং | : | ১৪৯৩৮৪ |
| প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের কার্যক্রম | : | ফার্নিচার প্রস্তুত কার্যক্রম |
| প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের শ্রেণী | : | Yellow |
| প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানা | : | Kuchila Bari, Nagori Union, Kaliganj, Gazipur |
| প্রদানের তারিখ | : | ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ |
| মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ | : | ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ |

এ ছাড়পত্র সনদের সাথে পৃথকভাবে সংযুক্ত প্রদত্ত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে, অন্যথায় ছাড়পত্র বাতিল/ক্ষতিপূরণ আদায়সহ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিঃদ্রঃ এটি একটি সিস্টেম জেনারেটেড ছাড়পত্র এবং এতে কোনোরূপ স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

## পরিবেশগত ছাড়পত্র জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী:

১ . কুচিলবাড়ী, নাগরী কালীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, গাজীপুর-এ অবস্থিত "অথেনটিক ফার্নিচার ফ্যাক্টরী" নামক ফার্নিচার প্রস্তুত কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণসহ নিম্নলিখিত বিশেষশর্ত সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হলো

শর্তসমূহঃ

২ . কারখানাটির কোন কর্মকান্ড ও উৎপাদন প্রক্রিয়া দ্বারা কোনভাবেই পরিবেশ দূষণ করা যাবে না।

৩ . কারখানাটিতে সৃষ্ট সকল বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ অথবা পরিশোধনপূর্বক তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে ।

৪ . কারখানাটির বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষনমূলক কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে ও অত্র দপ্তর কর্তৃক তা প্রমাণিত হলে অত্র দপ্তরের নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ/সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি (স্থানান্তর/কার্যক্রম বন্ধসহ) গ্রহণ করতে আপনার প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকবে।

৫ . অত্র দপ্তরের পূর্বানুমতি ব্যতীত দাখিলকৃত তথ্যাদি যেমন- কারখানাটির অবস্থান, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন ক্ষমতার কোনরুপ পরিবর্তন করা যাবে না।

৬ . কারখানাটির অভ্যন্তরে কর্মরতদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৭ . বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০০২) এর সকল বিধিবিধান প্রতি পালন করতে হবে।

৮ . অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

৯ . কারখানাটিতে প্রিন্টিং ও গার্মেন্টস এক্সেসরিজ ব্যতীত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

১০ . কর্মরত শ্রমিকদের জন্য Personal Protection Equipment যেমন ইয়ার প্লাগ, নোজ মাস্ক ইত্যাদি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১১ . পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করার পূর্বে পর্যাপ্ত সংখ্যক সেটলিংক ট্যাংক নির্মাণ করতে হবে।

১২ . শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে শব্দরোধেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩ . কারখানায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যতীত কোন প্রকার সনাতন বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করা যাবে না।

১৪ . কারখানাটির শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমণ মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

১৫ . কারখানার অবকাঠামোর পরিবর্তন/পরিবর্ধন কিংবা উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন/বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

১৬ . এই ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

১৭ . এই ছাড়পত্র জারীর তারিখ হতে পরবর্তী ০২ (দুই) বৎসরের জন্য বহাল থাকবে এবং মেয়াদ শেষ হবার অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে এবং আগামী নবায়নের পূর্বে বিডা লাইসেন্স দাখিল করতে হবে।

১৮ . ছাড়পত্রের মূলকপি কারখানায় সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টিম বা কোন কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে গেলে তাদেরকে ছাড়পত্র প্রদর্শনসহ কারখানার কার্যক্রম পরিদর্শনে সর্বাত্বক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় ইস্যুকৃত ছাড়পত্র বাতিলসহ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৯ . এ পর্যায়ে প্রাপ্ত ও পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে এ ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। পরবর্তীর্তে কোন তথ্য অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ, অসত্য কিংবা গোপণ করা হয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে সে পর্যায়েই এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।

২০ . এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভব্যিষতে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

২১ . উপরোক্ত বর্ণিত শর্তের কোনটি ভঙ্গ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আপনার কারখানার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০০২) অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।